দান যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করার মাধ্যম হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ শাহজুল ইসলাম সাহেব দীর্ঘ সময় মুশফিক স্যার রাহ. এর সান্নিধ্য পেয়েছেন। মসজিদে উনার নির্ধারিত রুমে স্যার অনেক সময় থাকতেনও। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন,

স্যার বিভিন্ন দেশ (ফ্রান্স, সৌদি আরব, আমেরিকা) সফর থেকে ফিরে আসার পর প্রায়ই আমার হাতে মোটা অংকের রিয়াল, ডলার বা টাকা তুলে দিতেন। কখনও ৬০০ ডলার, কখনও ৭০০ ডলার, কখনও ৮০০ রিয়াল, কখনও ৫০ হাজার টাকা, কখনও ১ লাখ টাকা, কখনও দেড় লাখ টাকা-বা তারও বেশি।

স্যার আমার হাতে টাকা দিয়ে বলতেন, "*কাটাখালী দেওয়ানপাড়া (বাখরাবাজ) মাদ্রাসায় পৌঁছে দিয়েন।*"

আমি যখন জানতে চাইতাম, রশিদ কী নামে কাটবো (রশিদে কার নাম লেখা হবে), স্যার সবসময় বলতেন, "*আব্দুল্লাহ।*"

কৌতূহলবশত একদিন আমি প্রশ্ন করলাম, "*স্যার, এই 'আব্দুল্লাহ' ব্যক্তিটি কে (যার নামে আপনি মাদ্রাসায় টাকা দিতে পাঠান, আমি তার নামে টাকা জমা দিয়ে আসি)?*"

তখন স্যার মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, "*আল্লাহর বান্দা।*"

আমানতদারিতার ওপর স্যারের ছিল অগাধ বিশ্বাস। একবার আল্লাহর রাস্তায় টাকা বের করে দেওয়ার পর তিনি আর পার্থিব হিসাবের পেছনে পড়ে থাকতেন না। কখনো জিজ্ঞাসা করতেন না, টাকা পৌঁছেছে কি না; কোনো হিসাব চাইতেন না।

আমি নিজে থেকে রশিদ এনে দিলে তিনি তা নীরবে রেখে দিতেন; কিন্তু কোনোদিন বলেননি, "*দিয়ে এসেছেন তো?*"

স্যার চাইলে নিজেই মাদ্রাসায় গিয়ে টাকা দিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি অনেকবার এরকম আমাকে মাধ্যম বানিয়েছেন। হয়তো মাদ্রাসায় সরাসরি গেলে দাতা হিসেবে যে বিশেষ সম্মান বা প্রটোকল পাওয়া যায়, তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে

চাইতেন; আবার অন্য একজন সাথীকে এই নেক কাজে শরিক করে তার মাঝেও দ্বীনি খিদমতের জজবা তৈরি করাও হয়তো স্যারের উদ্দেশ্য ছিল।

মাদ্রাসার পাশাপাশি স্যার ব্যক্তিগতভাবেও অসহায় সাথী ও নওমুসলিমদের গোপনে সাহায্য করতেন। এক্ষেত্রেও তিনি তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে সহযোগিতা পাঠাতেন, যাতে গ্রহীতা দাতার সামনে লজ্জিত না হন। কয়েকবার স্যার আমাকে নির্দিষ্ট কিছু সাথীর নাম বলে তাদেরকে অর্থ দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন।

আমি এরকম একবার এক সাথীকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, *"ভাই, এটা কিসের টাকা?"*

উনি বললেন, *"একজন নতুন মুসলমান হয়েছে, তাকে দেওয়ার জন্য স্যার দিয়েছেন।"*

হাফেজ সাহেব বলেন, স্যারের এই আমল আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষা যে, দান করা মানে কেবল টাকা দেওয়া নয়; বরং নিজের 'অহং' বা 'আমি'কে বিসর্জন দেওয়া। দান যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করার মাধ্যম হয়।

সুলতান মাহমুদ ভাই থেকে সংগৃহীত।

https://www.facebook.com/share/p/18BjYUY2iy/